ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৬৬

করবুক, আগরতলা, ১৯ জুন,২০২৪

গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে রাজ্যপাল
তীর্থমুখে উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যপালের সভা

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ তীর্থমুখস্থিত গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এরপর রাজ্যপালের সভাপতিত্বে তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণে উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের মহকুমা ও জেলাস্তরীয় আধিকারিকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রথমে গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সহ তীর্থমুখ এলাকার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সভায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সভায় জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক জানান, গোমতী নদী থেকে করবুক, অমরপুর এবং উদয়পুর মহকুমায় কৃষকদের চাষাবাদের জন্য জলের জোগান দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া গোমতী জেলায় জলসেচের উৎস হিসেবে ৪২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য একটি ক্যানেল রয়েছে। এই ক্যানেলের মাধ্যমে জেলার ১,৫০০ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। সভায় রাজ্যপাল এই ক্যানেলটিকে সম্প্রসারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, গোমতী নদীর জলকে ব্যবহারের উপযোগী করে যতনবাড়ি, অমরপুর, উদয়পুর ইত্যাদি এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয়জল প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যপাল মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যাতে ডুম্বুর জলাশয়কে কেন্দ্র করে মৎস্যচাষির পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি রাজ্যে মাছের চাহিদাও পূরণ করতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করার। মৎস্য চাষিদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সঠিক সময়ে প্রদান করা হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতেও নির্দেশ দেন। ডুম্বুর জলাশয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৫১২টি খাঁচায় মাছ চাষ হচ্ছে। সেগুলিতে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে অধিক উৎপাদন করা যায় তার উপর রাজ্যপাল গুরুত্ব আরোপ করেন।

*****২য় পাতায়

সভায় রাজ্যপাল তীর্থমুখে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে অবহিত হন এবং কাজগুলি আগামী তীর্থমুখ মেলার আগে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন। তাছাড়াও রাজ্যপাল ডুম্বুর জলাশয়ের আশপাশ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি হলে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে সে বিষয়েও খোঁজ খবর নেন। রাজ্যপাল আগরতলা ফিরে আসার সময় উদয়পুরে একটি মাছের হ্যাচারি পরিদর্শন করেন। মৎস্য আধিকারিকগণ রাজ্যপালকে হ্যাচারিতে কীভাবে মাছের পোনা উৎপাদন করা হয় সেবিষয়ে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু গতকাল ডুম্বুর জলাশয়স্থিত নারকেলকুঞ্জে রাত্রিযাপন করেন। আজ সকালে নারকেলকুঞ্জ থেকে আসার সময় রাজ্যপাল ডুম্বুর বাঁধটিও পরিদর্শন করেন।

******